



## 50404 - নারীর জরায়ু থেকে নঃসৃত স্রাবের বধিান

### প্রশ্ন

আমি আমার আন্ডার ওয়্যারে কিছু স্বচ্ছ স্রাব দেখতে পাই; কিন্তু এগুলো বের হওয়ার সময় আমি টেরে পাই না। এগুলো নিয়ে কী নামায পড়া জায়যে হবে? যদি জায়যে না হয়; তাহলে কী পুনরায় ওযু করতে হবে, কাপড় পরবির্তন করতে হবে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এ স্রাব এর আলোচনায় দুইটি মাসয়ালা আসবে:

এক. এ স্রাব কী পবিত্র; নাকি অপবিত্র?

ইমাম আবু হানফি, ইমাম আহমাদ ও ইমাম শাফয়েরি এক বর্ণনা মতে (ইমাম নববী এ মতকে সঠিক বলছেন), এ স্রাব পবিত্র।

এটা শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এরও অভিমত। আল্লাহ সকলের প্রতি রহম করুন।

তনি আল-শারহুল মুমতী (১/৪৫৭) গ্রন্থে বলেন:

“নঃসৃত এই স্রাব যদি মুত্রনালী দিয়ে বের হয় তাহলে সেটা পবিত্র। কেননা এটা খাবার ও পানীয় এর বর্জ্য নয়; সুতরাং এটা পশোব নয়। আর যেকোনো কছির মূল অবস্থা হচ্ছ- পবিত্রতা; যতক্ষণ না অপবিত্রতার পক্ষে কোন দলিল সাব্যস্ত হয়। তাছাড়া কটে যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তার জন্ম পুরুষাঙ্গ ধৌত করা কথিবা এসব তার কাপড়ে লগে থাকলেও কাপড় ধৌত করা অনবির্য় নয়। যদি এগুলো নাপাক হয় তাহলে বীর্য নাপাক হওয়াও অনবির্য় হয়ে যায়। কেননা বীর্য এসব স্রাবের সাথে মিশে যায়। [সমাপ্ত]

দেখুন: ‘আল-মাজমু (১/৪০৬), ‘আল-মুগনা’ (২/৮৮)।

অতএব, এ ধরণে স্রাব যদি কাপড়ে লগে তাহলে কাপড় ধৌত করা কথিবা পরবির্তন করা আবশ্যকীয় নয়।

দুই. এ ধরণে স্রাব বের হওয়ার কারণে কী ওযু ভঙেগে যাবে? নাকি ভঙেগবে না?



অধিকাংশ আলমেরে মতে, এ ধরণের স্রাব বরে হওয়ার কারণে ওয়ু ভঙ্গে যাবে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এ অভিমতটি গ্রহণ করছেন। এমনকি তিনি বলেন:

যে ব্যক্তি অন্য মতটিকে আমার দিকে সম্পৃক্ত করে সে সত্যবাদী নয়। খুব সম্ভব ‘আমি যে বলছি এগুলো পবিত্র’ এর থেকে সে বুঝছে যে, এগুলো ওয়ু ভঙ্গ করবে না।[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১১/২৮৭)]

তিনি আরও বলেন (১১/২৮৫):

“কিছু কিছু নারী মনে করেন যে, ‘এতে ওয়ু ভঙ্গবে না’ – আমি এ অভিমতের কোন ভিত্তি জানি না; শুধু ইবনে হাযমের উক্তি ছাড়া।”[সমাপ্ত]

কিন্তু কোন নারী থেকে যদি এ স্রাব অব্যাহতভাবে বরে হতে থাকে তাহলে সে নারী ওয়াক্ত প্রবশে করার পর প্রত্যকে নামাযের জন্য ওয়ু করবেন। ওয়ু করার পর যদি কোন কিছু বরে হয় এতে কোন অসুবিধা নাই; এমনকি সটো নামাযের মধ্যে হলেও।

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

“উল্লেখিত স্রাব যদি অধিকাংশ সময় অব্যাহতভাবে বরে হয় তাহলে এ নারীর উপর প্রত্যকে নামাযের জন্য ওয়াক্ত প্রবশে করার পর ওয়ু করা আবশ্যিক; যমেনটি ঋতুস্রাবের অনিয়মগ্রস্ত নারী ও অনর্গল প্রশ্রাব ঝরে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর যদি এ স্রাব কখনও কখনও বরে হয়; সবসময় নয়; তাহলে এর হুকুম প্রশ্রাবের হুকুম। যখন বরে হবে ওয়ু নষ্ট হবে; এমনকি নামাযের মধ্যে বরে হলেও।”[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১০/১৩০)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।